মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২৬

হিরোশিমা দিবস
আলোচনা ও স্মরণ অনুষ্ঠান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষপ্রান্তে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় সংঘটিত হয় পারমাণবিক বোমা হামলা। হামলায় নিহত সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বিশ্ব থেকে প্রতিহিংসা, সংঘাত ও সকল ধরনের বিদ্বেষ দূর করার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে এবারও। প্রতিবছরের মতো ৬ আগস্ট ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে হিরোশিমা দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান দূতাবাসের জনসংযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান মি. আওইয়াগি ইউ। সূচনাপর্বে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের সঙ্গে মি. আওইয়াগি ইউ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী মিলনায়তনে সাদা কাগজের সারস পাখি ঝুলিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী উপস্থিত শিশু-কিশোরদের পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তরুণ প্রজন্মকে যুদ্ধ ও সহিংসতার পরিবর্তে শান্তির পক্ষে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এমন একটি নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, যেখানে কোনো শিশুকে যুদ্ধ ও সহিংসতার শিকার হতে হবে না। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তরুণ প্রজন্ম সাদাকোর স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে যুদ্ধ ও সহিংসতার পরিবর্তে শান্তি, মানবিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পক্ষে অবস্থান নেবে এবং ভবিষ্যতে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মি. আওইয়াগি ইউ হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা হামলার দীর্ঘস্থায়ী মানবিক ক্ষয়ক্ষতির কথা স্মরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, যুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা হামলার শিকার হওয়া বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে জাপান পারমাণবিক বোমা হামলার বাস্তবতা সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরার পাশাপাশি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় বাস্তবসম্মত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংলাপ ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও বিস্তার রোধে জাপানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে ছিল ১২ বছর বয়সী জাপানি শিশু সাদাকো সাসাকির মর্মস্পর্শী কাহিনি পাঠ। পাঠ করে শোনায় নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী মানসী পারমিতা দে ও শীর্ষ রহমান। হিরোশিমায় পারমাণবিক ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পঞ্চদশ সার্টিফিকেট কোর্স
উদ্বোধন : ৭ আগস্ট ২০২৬

প্রতি বছরের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর আয়োজনে 'জেনোসাইড এবং জাস্টিস' বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হলো। ৭ আগস্ট ২০২৬ মাসব্যাপী ১৫তম এই কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় 'The Liberation Struggle of Bangladesh' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী। তিনি শিক্ষার্থীদের কোর্সে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন, সেগুনবাগিচা থেকে আগারগাঁওয়ে স্থানান্তর, বেসরকারি জাদুঘর হিসেবে এর ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃতীয় পর্যায় শুরু
'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ-উৎসব

'সুলতানার স্বপ্ন : সৃজনশীল পাঠ-উৎসব'-এর তৃতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু হলো। প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের 'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ, পাঠ-প্রতিক্রিয়া লেখা, পাঠাগারে সেগুলো নিয়ে অনুষ্ঠান, পরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাছাইগুলো নিয়ে প্রদর্শনীর সাথে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উৎসবে অংশগ্রহণ করে 'বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি'র নির্ধারিত পাঠাগারসমূহ। তৃতীয় পর্যায়ে আগ্রহী যেকোনো বেসরকারি পাঠাগার অংশগ্রহণ করতে পারবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে সংহতি'র প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে উপলক্ষে ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ঐতিহ্য শতবছরের। অধিকাংশ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি উদ্যোগে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত এই সকল বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারগুলোর জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। চার দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্যে একদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাপ্তি হয় অনেক মানুষের সম্মিলন, যারা সাধারণত আসেন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। গত ১৯ আগস্ট আয়োজিত এবারের প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম সেশনে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বেসরকারি গ্রন্থাগার: অভিন্ন উৎস, ভিন্ন পথ' শীর্ষক উপস্থাপনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে যে বিশেষ মিল রয়েছে তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সবারই যাত্রা শুরু হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে। জাদুঘরের ও বেসরকারি গ্রন্থাগারের হয়তো কাজের ধারা ভিন্ন, পথ ভিন্ন, পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু উৎসটা একই, সেই উৎসটা হচ্ছে সামাজিক উদ্যোগ। সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি গ্রন্থাগার, প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ইতিহাস আছে, আলাদা আলাদা সূচনা আছে, আবার প্রত্যেকের মধ্যে একটা অভিন্নতা আছে। তিনি মনে করেন, বেসরকারি গ্রন্থাগার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আধার। যে উদ্দীপনা নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে, বাঙালির জীবনের উপনিবেশিক পীড়নকে অপসারণ করা, মুক্ত সমাজ গঠন করা, সম্প্রীতির সমাজ গঠন করা, জ্ঞান চর্চার পথ বিকশিত করা, সকল মানুষের বিকাশের সুযোগ সেখানে তৈরি করা- বেসরকারি গ্রন্থাকারের প্রসারের সঙ্গে এসকল মূল্যবোধ নিবিড়ভাবে জড়িত। তিনি বলেন, আপনারা যে কাজ করছেন, তাতে এটাও বলা যায় যে মুক্তিযুদ্ধের যে মূল নীতি, সেটাকে আপনারা বহমান রাখছেন আপনাদের কাজের মধ্য দিয়ে।

আর সেটা গ্রন্থাগারের প্রসারের একটা ইতিবাচকতা। বেসরকারি গ্রন্থাগারের সবচাইতে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন বর্তমানে বইয়ের প্রতি বিমুখ এক প্রজন্ম তৈরি হওয়া এবং তাদের স্ক্রিনের প্রতি আসক্তি। আর এই স্ক্রিন অভ্যস্ততা থেকেই এই প্রজন্মের মধ্যে মানসিক নানা রকম পীড়ন তৈরি হচ্ছে, বিকাশ তো হচ্ছেই না বরং হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা এগুলো অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক রকম নেতিবাচকতা তৈরি হচ্ছে সেখানে। একারণেই বেসরকারি গ্রন্থাগারের ভূমিকাটা আরো জরুরি এবং গুরুত্ববহ হয়ে উঠছে। তথ্য-প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারসহ যুগপোযোগী নতুন কর্ম পরিচালনা গ্রহণ, নতুন প্রজন্মের পাঠকদের বই পাঠে আগ্রহ সঞ্চার, তাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা–এই সবগুলো কাজেই গ্রন্থাগারসমূহকে আরো মনোযোগী হবার পরামর্শ প্রদান করেন তিনি। আর এভাবেই সমাজ ও মুক্তিযুদ্ধ বিকাশে সামাজিক শক্তি হিসেবে গ্রন্থাগার তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উপগ্রন্থাগারিক রাসেল রানা বেসরকারি গ্রন্থাগারের কাছে প্রত্যাশা এবং এর বিপরীতে সরেজমিন পরিদর্শনের বাস্তবতা শিরোনামে উপস্থাপনায় বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগার বিষয়ে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন কোন গ্রন্থাগারকে কী কী কারণে আদর্শ গ্রন্থাগার বলা হবে এবং কেন একটি গ্রন্থাগার ভালো গ্রন্থাগার বলে বিবেচিত হয় না। তিনি উল্লেখ করেন পাঠকের জন্য বই পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী বই সংগ্রহ করতে হবে। পাঠাগারের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন, যাতে করে সাধারণ জনগণ পাঠাগারটি চেনেন, জানেন। পাশাপাশি একটি পাঠাগারে কী কী নথি থাকা অত্যাবশ্যক সেটি তিনি উল্লেখ করেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শন করেন। প্রান্তিক অঞ্চল থেকে আগত পাঠাগার প্রতিনিধিরা পরিদর্শন শেষে উল্লেখ করেন এটি তাদের জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। গ্রুপ ওয়ার্ক সেশনে আগামী তিন মাসে পাঠাগারগুলো পাঠক এবং স্থানীয় সর্বসাধারণকে সম্পৃক্ত করে কী কী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন তা নির্ধারণ করেন এবং দলীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে তারা নিজেদের মতামত এবং চিন্তাভাবনা বিনিময় করেন।

ইয়াছমিন লিসা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সূচিত হলো পঞ্চম 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ'

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা, বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি প্রয়াত আলী যাকের-এর স্মৃতি বহমান রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গৃহীত 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ'-এর পঞ্চম আবর্তন শুরু হয়েছে। গত ২২ আগস্ট ২০২৬ গ্রন্থাগারের মাঝে বই বিতরণের মাধ্যমে এবারের পাঠ-উদ্যোগের সূচনা ঘটে। উদ্যোগ বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি। ঢাকা মহানগর এবং এর বাইরের ৫০টি বেসরকারি পাঠাগারকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত হচ্ছে এই উদ্যোগ। প্রথম বছর ঢাকা মহানগর ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জেলার ৫০টি বেসরকারি পাঠাগারকে সম্পৃক্ত করে এই উদ্যোগ পরিচালিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তরের জেলা রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে খুলনা, যশোর, বরিশালসহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন পাঠাগার এই উদ্যোগের অংশ। এবছর এ আয়োজনে যুক্ত হয়েছেন ১৭৬ বছরের পুরানো গ্রন্থাগার যশোর ইন্সটিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি। দুই বিভাগে শিক্ষার্থীরা পাঠ উদ্যোগে অংশ নেবে, ক) স্কুল পর্যায় খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়। এবছরের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থসমূহ: স্কুল-পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জিম ম্যাকিনলে রচিত ও মফিদুল হক অনুদিত ''যুদ্ধদিনের কথা' এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মন্টু খান রচিত 'হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রত্যাশা, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বিগত বছরের মতো এবছরেও 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ' সফল হবে এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী যে বিকশিত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন সেই নবীন প্রজন্ম গঠনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্মরণে

৭ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, কণ্ঠযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর ষষ্ঠ প্রয়াণ দিবস

সুহৃদ জুলিয়ান ফ্রান্সিসের স্মৃতিচারণ

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী

I first visited the Liberation War Museum in Segun Bagicha in July of 2007 when I had gone with a friend to see an exhibition set up in memory of Tajuddin Ahmed, the 1971 prime minister-in-exile. This was also the same time I met the late and much loved Tariq Ali, a Trustee of the museum.

As we were looking at the exhibits which included Tajuddin's beautiful fountain-pen handwriting in pages of his diaries of 1971, I mentioned to my friend that in 1971 I had met Tajuddin a few times to discuss ways in which to move relief supplies over the border into areas of Bangladesh -- then still, officially, East Pakistan -- which were said to have been liberated.

As we left the exhibition, Tariq Ali came to me and said that he had overheard me talking about my days in Kolkata and asked if we would have time to chat over a cup of tea. It was at that meeting, or one soon after, I also talked things over with Mofidul Hoque, another trustee of the museum.

On knowing that I had lived and worked in Bangladesh for many years, Tariq Ali expressed his surprise that the museum was unaware of my existence and my connection to the Liberation War.

I told him, at one time with tears running down my cheeks, that I had, for many years, blocked out the memories of horror and death of 1971, and only occasionally referred to my work with Oxfam in the refugee camps in India in 1971.

I recall that at one meeting, Tariq Ali surprised me by hugging me and saying how important it was for my own health to open up and speak and write about 1971. In a way, he "jump-started" my memories and emotions. He very gently teased out many memories, however painful they were. I spoke about many things. I covered all aspects of aid to the refugees of 1971, our relations with the government of India and, of course, coming to hear about a motley group of singers and musicians who were breathing life into some of the over 1100 refugee camps.

It was then that I learned of Tariq Ali's association with the Bangladesh Mukti Shangrami Shilpi Shangstha, a troupe which moved around encouraging both the refugees in the camps, but more importantly, the freedom fighters in Bangladesh.

I told Tariq Ali that their singing in the refugee camps had changed the mood of the refugees, and the medical staff working for Oxfam asked us to obtain harmoniums and tablas for the camps in order to combat depression in the camps. I had immediately arranged for the purchase of many sets and the music had a very positive effect.

Later, when I visited a camp near Kolkata at a place called Gobardanga, an old man who had come as a refugee from Munshiganj said that when the music was played for the first time, he had closed his eyes and had remembered the smell of cooking from his wife's kitchen and had heard the noise made by his goats and chickens. The melodies and the songs encouraged him, he said, that he and his family would soon go home.

In the course of a number of discussions and interactions over the years with Tariq Ali, he was very interested to learn about Oxfam's and my links, at that time, with Gandhian organizations in India and leading Gandhians such as Jayaprakash Narayan, Narayan Desai, and Vinoba Bhave.

We covered a lot of ground in our discussions, and he was fascinated when I told him that I had met the "Frontier Gandhi" Abdul Ghaffar Khan, in Bihar in India during 1969, Gandhi Centenary Year.

We also spoke about my name being on the Government of India's black list during the Emergency of 1975-77, because of my connection with Gandhian leaders such as Jayaprakash Narayan.

In recent years, whenever we met at functions at the new Liberation War Museum, which he cared for so much, he would say to me, with that wonderful, mischievous smile on his face: "Julian bhai, I am getting increasingly angry and frustrated that you are not putting your writing into books. By not writing, you are cheating the younger generation from learning so much valuable history."

জুলিয়াস ফ্রান্সিস

Only about two months before he passed away and knowing I had been infected by Covid-19, when he phoned me to ask how I was faring, he reminded me that it was the time, in lockdown, to write. "Julian bhai, we are both 75 years young, we have seen different aspects of the Liberation War and the progress of Bangladesh, so please write …"

It goes without saying that my first book of memoirs will be dedicated to him.

When the Government of Bangladesh honoured me with full citizenship in 2018, one of the first generous text messages that I received -- still in my phone -- was from Tariq Ali: "Julian, as your friend and admirer, let me wish you a very warm welcome as a Bengali."

On future visits to the Liberation War Museum or at the annual get-togethers of freedom fighters, I know I will miss his warm welcoming smile as well as his ability to tease me. And everyone will miss his singing.

মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন

২০০৭ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ। ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে এখানে খনন কাজ শুরু হয়। ৭ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর পরিচালনায় চলমান 'জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস' শীর্ষক ১৫তম সার্টিফিকেট কোর্সের অংশগ্রহণকারীরা গত ১৫ আগস্ট একাত্তরের গণহত্যার স্মৃতি বিজড়িত এই জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেন। তাদের সাথে পরিদর্শক হিসেবে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষাকর্মসূচির ব্যবস্থাপক সত্যজিৎ রায় মজুমদার। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের বহনকারী বাস দুপুর দুটায় স্মৃতিপীঠে পৌঁছায়। বধ্যভূমিতে প্রবেশের পর সকলে প্রবেশমুখে অবস্থিত ঘণ্টাটি বাজান। এটি প্রতীকী অর্থে বধ্যভূমির শহিদদের জানানো যে, এই প্রজন্ম তাদের এখনো স্মরণ করে, আমরা জেগে আছি। সত্যজিৎ রায় মজুমদার জানান, এই জায়গাটি ১৯৭১ সালে একটি বিরান প্রান্তর ছিল। আশেপাশে ঘরবাড়ি ছিল না, কেবল একটি পানির পাম্প ছিল। এখানে এলাকার মানুষদের, বাসের যাত্রীদের যারাই এই এলাকায় প্রবেশ করতো সবাইকে ধরে এনে খুন করে পানির কুয়ায় ফেলে দেওয়া হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ারও প্রায় ১ মাস পরে মিরপুর স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পর যখন মানুষ এদিকে আসে তারা দেখতে পায় অজস্র মানুষের দেহাবশেষ। তারা বলতে থাকে এগুলো কত বড় জল্লাদের কাজ! মানুষের মুখে মুখেই এই বধ্যভূমির নাম হয়ে যায় জল্লাদখানা। জল্লাদখানার পাশেই একই এলাকায় নুরী মসজিদে অপর একটি বধ্যভূমি রয়েছে। স্মৃতিপীঠের পোড়ামাটির থিমের পরিকল্পনা করেন স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইন। এখানে দেয়ালজুড়ে বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগের বধ্যভূমির বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আর্মেনিয়া, নাজি জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা প্রভৃতি জায়গায় বিংশ শতাব্দী জুড়ে ঘটা গণহত্যার ভুক্তভুগীদের সংখ্যা। স্মৃতিপীঠে রয়েছে দুইটি কক্ষ। একটি কক্ষ জুড়ে লেখা আছে জল্লাদখানায় প্রাণ হারানো শহীদদের সংগৃহীত নাম। জল্লাদখানা থেকে উদ্ধারকৃত সামগ্রী এখানে সংরক্ষিত আছে। অপর একটি কক্ষে দেখা মেলে গণহত্যা এবং জল্লাদখানা বিষয়ক নথিপত্র, দলিল এবং প্রকাশনা। বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকার বধ্যভূমির তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ একটি নথি ছিল। এর পাতা উল্টালে শিক্ষার্থীরা আবিষ্কার করে, তাদের প্রত্যেকের এলাকার কাছে কোনো না কোনো বধ্যভূমি রয়েছে। সত্যজিৎ রায় মজুমদার আমাদের জানান, জল্লাদখানা বধ্যভূমি থেকে বেঁচে ফেরা একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন শরীকুল ইসলাম বাবলু। অংশগ্রহণকারীরা তার বেঁচে ফেরার গল্প জানতে চান। তখন তিনি আমাদের একটি পত্রিকা কাটিং দেখান। তিনি জানান, শরীফুল ইসলামের একদল বিহারী বন্ধু তাকে হত্যা করতে জল্লাদখানায় আনেন এবং আরেকদল বিহারী বন্ধু তাদের সাথে মারামারি করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন শেষে বাস মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ফিরে আসে। অংশগ্রহণকারীরা এই পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ঘটনার বাস্তবতা উপলব্ধি করেন।

বৈশাখী সুলতানা রিথী, স্বেচ্ছাকর্মী, সিএসজিজে

'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ-উৎসব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শতাধিক পাঠাগার এতে অংশগ্রহণ করে এবং 'সুলতানার স্বপ্ন : সৃজনশীল পাঠ-উৎসব'-এর তৃতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য ২১টি পাঠাগার রেজিস্ট্রেশন করেছে। সে সময় তারা সুলভ সংস্করণ 'সুলতানার স্বপ্ন' ৫০ টাকা দামে ক্রয় করলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সমসংখ্যক 'সুলতানার স্বপ্ন' বিনামূল্যে প্রদান করেছে পাঠাগারগুলোকে।

রেজিস্ট্রেশন আরো কিছুদিন চলবে এবং পর্যায়ক্রমে নিয়মাবলি অবহিত করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে 'সুলতানার স্বপ্ন : সৃজনশীল পাঠ-উৎসব'-এ পাঠাগারসমূহ ছাত্রছাত্রীদের 'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ করার ব্যবস্থা করে তাদের কাছ থেকে পাঠ-প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে। সুবিধামতো সময়ে পাঠ-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, চিত্রাংকন, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এসব আয়োজনের জন্য পোস্টার, ই-বুক, অডিও বুক এবং সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করে। উল্লেখ্য, এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং পাঠাগারের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে।

পাঠাগারগুলো পাঠ-প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করবে দুটি পর্বে। ক. স্কুল পর্যায়- পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি এবং খ. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়। পাঠাগারগুলো পাঠ-প্রতিক্রিয়া থেকে বাছাই করে প্রতি পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ ৩টি লেখা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা দিতে পারবে। জানুয়ারি ২০২৭ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ফলে ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে পাঠাগারগুলো লেখা সংগ্রহ, নিজস্ব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলে সুন্দর হয়। এআই দিয়ে লেখার চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। পাঠাগারগুলোকে এটা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সৃজনশীলতার প্রকাশ এই উৎসবের লক্ষ। প্রতি পর্যায়ে সেরা ১০ জনকে পুরস্কৃত করবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এছাড়া পাঠ-প্রতিক্রিয়া লেখা প্রত্যেককে ইউনেস্কো এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লোগোসংবলিত এবং স্বাক্ষরযুক্ত সনদ প্রদান করা হবে।

হিরোশিমা দিবস : আলোচনা ও স্মরণ অনুষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোমা হামলার প্রভাবে পরবর্তীতে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সাদাকো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। জাপানি লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, কেউ এক হাজারটি কাগজের সারস পাখি তৈরি করতে পারলে তার একটি ইচ্ছা পূরণ হয়। এই বিশ্বাসকে ধারণ করে সাদাকো সুস্থ হয়ে ওঠার আশায় এক হাজার সারস পাখি তৈরির সংকল্প গ্রহণ করে। অসুস্থ শরীর নিয়েও সে হাসপাতালের শয্যায় বসে একের পর এক সারস পাখি তৈরি করতে থাকে। কিন্তু ৬৪৪টি সারস তৈরির পরই মাত্র ১২ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

সাদাকোর অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে পূর্ণ করতে তার পরিবার ও বন্ধুরা পরবর্তীতে অবশিষ্ট সারস পাখিগুলো তৈরি করে। সাদাকোর এই কাহিনি আজ বিশ্বজুড়ে শান্তি, যুদ্ধবিরোধী এবং পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের একটি শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও সাদাকোর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিবছর প্রায় এক হাজার সাদা কাগজের সারস পাখি তৈরি করে জাদুঘরের চত্বর সজ্জিত করে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় কচিকাঁচার মেলা, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কামাল স্মৃতি পাঠাগার, পঞ্চায়েত শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ।

হিরোশিমা দিবসের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক অধ্যায় স্মরণের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে শান্তি, মানবিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে। সাদাকো সাসাকির এক হাজার সারস পাখি তৈরির স্বপ্ন আজও বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় - একটি শিশুর শান্তির আকাঙ্ক্ষাও কীভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শান্তির শক্তিশালী বার্তায় পরিণত হতে পারে।

সাবরিনা আফরীন তন্বী, গবেষণা সহকারী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

দাদু শহীদ আহমেদুর রহমানের স্মৃতির খোঁজ
যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রায়িফ রহমান

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আহমেদুর রহমানের স্মৃতি ও ব্যবহৃত সামগ্রীর সন্ধানে গত ১৩ আগস্ট ২০২৬, সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন তাঁর নাতি রায়িফ রহমান ও তাঁর মা রায়েহা তাসনিম রহমান।

১৯৯৬ সালে শহীদ আহমেদুর রহমানের স্ত্রী মিসেস মারিয়ম রহমান তাঁর স্বামীর আলোকচিত্র ও ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী স্মারক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন। পরবর্তীতে এসব স্মারকের কিছু অংশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (মোবাইল বাস)-এর প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত এই ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে শহীদ আহমেদুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতি ও ইতিহাস তুলে ধরা হয়। ১৯৯৬ সালে স্মারকগুলো জাদুঘরে প্রদানের পর থেকে মিসেস মারিয়ম রহমান নিয়মিতভাবে তাঁর স্বামীর স্মারকগুলোর খোঁজখবর রাখতেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন তিনি জাদুঘরে এসে এসব স্মারক দেখার সুযোগ পাননি। এদিকে, মুক্তিযুদ্ধের চতুর্থ প্রজন্ম তাঁর নাতি রায়িফ রহমান তাঁর দাদুর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়ার ঘটনা ও বীরত্বের কথা দাদির কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন। দাদুর জীবন ও আত্মত্যাগের কথা শুনে তাঁর ব্যবহৃত সামগ্রী ও স্মৃতিচিহ্ন দেখার প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় তাঁর মধ্যে। সেই আগ্রহ থেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে এবং দাদুর স্মৃতি নিজের চোখে দেখতে মা রায়েহা তাসনিম রহমানকে সঙ্গে নিয়ে রায়িফ ছুটে আসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। জাদুঘরে সংরক্ষিত দাদুর ছবি ও ব্যবহৃত সামগ্রী সামনে থেকে দেখার মুহূর্তটি তাঁর জন্য ছিল অত্যন্ত আবেগঘন। প্রিয় দাদুর স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখে সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

রায়িফ জানায়, ভবিষ্যতে যখনই আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে আসবে, তখন সে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে তাঁর দাদুর স্মৃতিচিহ্ন দেখবে। একই সঙ্গে পরিবারের পক্ষ থেকে শহীদ আহমেদুর রহমানের স্মারক সংরক্ষণ ও জাদুঘরের সঙ্গে পারিবারিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করে। এ উদ্দেশ্যে পরিবারের পক্ষ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে তাঁর নামও জাদুঘরের নথিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন এবং দাদুর ব্যবহৃত সামগ্রী দেখার পর রায়িফ রহমান তাঁর অনুভূতি লিখে জাদুঘরে পাঠান।

I was born and raised in the United States, so my knowledge of the Liberation War was more rudimentary. I had learned about the conflict in broad strokes; however, I never grasped the true scale and human cost of the conflict until now.

Visiting the Liberation War Museum has truly been an eye-opening experience; seeing the primary sources, artifacts, and historical documentation has developed my understanding profoundly, immersing me in an important chapter of history in a way no textbook ever could.

I have strong ties to the museum as my grandfather, Ahmedur Rahman, who was an engineer that worked for the Chittagong Ordnance Factory, was killed during the war. My grandmother donated memorabilia, including his sherwani and other belongings, to the museum to help preserve this important period of Bengali and world history.

My mother and I received warm hospitality from Assistant Archive Officer Sree Montu Babu Sharker and Curator of Archive & Display Amena Khatun at the Liberation War Museum. We were shown photographs of my grandfather's belongings and his exhibit, and also received a hard copy printout for our family records.

Beyond the permanent galleries, the staff graciously brought us to see the Mobile Museum bus itself. Although the artifacts were not on display due to recent national events and unrest, we were shown exactly where my grandfather's exhibit once traveled.

Knowing his story and sacrifice contributed to the education of countless people across Bangladesh brings me great joy. Visiting the Liberation War Museum has bridged a generational and geographical divide for me, allowing me to appreciate the sacrifices of not only my grandfather, but also the countless people who gave their lives for Bangladesh's freedom.

-মন্টু বাবু সরকার, সহকারি আর্কাইভ কর্মকর্তা

পঞ্চদশ সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিরপেক্ষতা বজায় রাখার গুরুত্ব এবং নাগরিকদের অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরেন। সংঘাতপূর্ণ দেশে ৩০ বছর টিকে থাকা যে কতটা কঠিন ছিল তাও উল্লেখ করেন। গণহত্যায় অংশগ্রহণকারীদের মানসিকতা ও পুনর্মিলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, If justice is not delivered, it cannot be reconciled.

বৃহৎ সংখ্যক আবেদনকারীর মধ্য থেকে নির্বাচিত ৪০ জন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শান্তি ও সংঘাত অধ্যয়ন, আইন, প্রত্নতত্ত্ব, অপরাধবিজ্ঞান, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীসহ পেশাজীবীরা। শিক্ষাজগত ও এর বাইরের বিভিন্ন পেশাজীবীর এই অংশগ্রহণ কোর্সটিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। কোর্সে ৭ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২১টির বেশি সেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। জেনোসাইড এবং জাস্টিসকে কেন্দ্র করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা লেকচার প্রদান করবেন।

উদ্বোধনী দিবসে অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন পরিচালনা করেন গ্যালারি গাইড ইয়াসমিন লিসা। শিখা চত্বর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জাদুঘর ঘুরে দেখানো হয়। এরপর সিএসজিজের রিসার্চ এসোসিয়েট মেহজাবিন নাজরানা কোর্সের পরিচিতিমূলক সেশন ও নির্দেশিকা তুলে ধরেন এবং আইসব্রেকিং সেশনের আয়োজন করেন। দিবসের প্রথম একাডেমিক সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমেনা জাহান উর্মি। তিনি গণহত্যার উৎপত্তি, তত্ত্ব, সংজ্ঞা ও প্রেরণা নিয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা 'গণহত্যায় কি অবশ্যই কোনো পরিকল্পনা বা নীতি থাকা আবশ্যক?' সহ বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরেন।

এই সকল লেকচারের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ মিরপুরে অবস্থিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করানো হবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং বিভিন্ন বধ্যভূমি সম্পর্কে সুসংগঠিত ধারণা অর্জন করবেন। লেকচারের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট, গ্রুপ ওয়ার্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের জেনোসাইড সম্পর্কে গবেষণার ধারণা অর্জিত হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর সনদ প্রদানের মাধ্যমে ১৫তম সার্টিফিকেট কোর্স সমাপ্ত হবে।

তাসনিম নূর (রাইয়া)
স্বেচ্ছাকর্মী, সিএসজিজে

ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ

প্রামাণ্যচিত্র ‘কান পেতে রই’ প্রদর্শনী

মুক্তিযুদ্ধকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ এবং এর ফলস্বরূপ তার ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তৈরি করেন প্রামাণ্যচিত্র ‘কান পেতে রই’। ইউল্যাব ১৯৭১ হিস্ট্রি ক্লাবের আয়োজনে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৯ আগস্ট বুধবার আয়োজন করা হয় এই প্রামাণ্যচিত্রটির বিশেষ প্রদর্শনী। ইউল্যাব ১৯৭১ হিস্ট্রি ক্লাবের পক্ষ থেকে নির্মাতা মফিদুল হককে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রদর্শনী শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনায় মিলিত হবার জন্য। মফিদুল হক এই প্রামাণ্যচিত্র তৈরির পেছনের ভাবনা, গবেষণা কাজসহ ইতিহাসের তাৎপর্যবহ ঘটনা এবং মুক্তিযুদ্ধের নানান ঘটনা শিক্ষার্থীদের জানান। এ সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।

এরপর শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি একটি দুটি বাক্যে লিখে বোর্ডে সাজায়। শিক্ষার্থী তাহজিব লেখে– The Screening was very insightful. It painted a light to the obscure information’s during the independence war. শুদ্ধতা লেখে– History is interesting the more we learn. এবং বাশিরাহ লেখে The movie was a great insight into how a person deals with their idleness. It encourages people to be more open with their emotions. ফাহিম মন্তব্য করে– It’s rare to find that kind of documentaries now a days. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আশা করে এভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের জন্মভূমির জন্মকথা উপলব্ধিতে আগ্রহী হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাদের পাশে থাকবে।

চলে গেলেন ‘৭১-এর ‘বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা’ অংশী মো. আব্দুল লতিফ (২)

১৯৭১-এ বিশ্বের বিবেককে জাগ্রত করার লক্ষ্যে ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বগুড়া ও কুমিল্লা অঞ্চলের ৩৮ তরুণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের বনগাঁ থেকে অখিল ভারত শান্তি সেনা মণ্ডল-এর উদ্যোগে ‘বাংলাদেশ হইতে দিল্লী’ শীর্ষক ঐতিহাসিক লংমার্চ ‘বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা’ করেছিলেন। সেই ৩৮ তরুণের এক সহযাত্রী বীরযোদ্ধা মো. আব্দুল লতিফ (২) গত ১৭ আগস্ট ২০২৬ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ হয়ে নিজ বাড়িতে পরলোক গমন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে কোনো সুহৃদ যখন যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোনো সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। এই সুহৃদের সাথে পরিচয় ১৪ অক্টোবর ২০১০ ঢাকায় সেগুন বাগিচার হোটেল কর্ণফুলিতে। তাঁরা এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ‘বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা’ দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। জাদুঘরের এই সুহৃদ অক্টোবর ২০১১ ও নভেম্বর ২০১৭-এ যশোর জেলায় ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর সময়ে সমস্ত কাজ ফেলে আমাদের সাথে থেকে ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলার নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শুনিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে দিল্লীর ঐতিহাসিক লংমার্চের গল্প। এই বীরযোদ্ধা মাঝে মাঝে ফোন করে সবার কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। ‘বিশ্ব বিবেক জাগরণ’ ১৯৭১ পদযাত্রী দলের সদস্য সদ্যপ্রয়াত বীর যোদ্ধার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রঞ্জন কুমার সিংহ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মন্তব্যবই থেকে

আমি একজন পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা, আমার বয়স ৮০ বছরের উর্ধ্বে। আমি ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের আইয়ুব খানের আমলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে চাকরি করতে থাকি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকবাহিনী যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের উপর আক্রমণ করে তখনও আমি রাজারবাগে ছিলাম। ওই রাতে আমাদের অনেক পুলিশ মৃত্যুবরণ করে এবং অনেক পুলিশ আহত হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা অনেকে যুদ্ধ শুরুর পর যখন ব্যারাকে আগুন লাগে তখন আমরা রাজারবাগ ছাড়তে বাধ্য হই। তারপর মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার আকবর চেয়ারম্যানের দলে যোগ দেই। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকি এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পুনরায় পুলিশে যোগদান করি।

আজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখার পর যুদ্ধের সব স্মৃতি মানষপটে ভেসে উঠতে থাকে। অতি দুঃখের বিষয় সকল স্মৃতি ধারণ করেছেন কিন্তু পুলিশ বাহিনীর কোনো স্মৃতি কোথাও দেখলাম না। তাই মনের বেদনায় কিছু কথা লিখে গেলাম ও অনুরোধ করলাম আমাদের কিছু স্মৃতি মানুষকে অবগত করান।

দেখলাম সেনাবাহিনীর স্মৃতি, আরও অনেক যুদ্ধের স্মৃতি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম অংশ আমরাই প্রথম রাজারবাগ থেকে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমাদের কোনো স্মৃতির নিদর্শন না পাইয়া আমার মনের দুঃখটুকু প্রকাশ করে গেলাম।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: মাহবুবার রহমান
খালিয়া, ডাক. বিনোদপুর মহম্মদপুর, মাগুরা
২৯/৭/২০২৬

We are the student of class nine from Navy Anchorage School and College, Dhaka. We gathered alot of practical knowledge about our liberation war beyound our academics. This experience helped us visualize how the liberation war took place.

Student of NASCD
22 August 2026

আমার বাসা যশোর। তবে বর্তমানে শেরইবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আমি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত এত বড় একটা সংগ্রহশালা দেখলাম। আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পড়েছি। তবে মনে হয়না আজ থেকেও বেশি কিছু জানতাম। আমার আবার আসার ইচ্ছা আছে। ধন্যবাদ-

দিপ্র/ ২৫ আগস্ট ২০২৬

শিক্ষার্থীদের জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন কর্মসূচি

মিরপুর আদর্শ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থী

গত ১৩ আগস্ট মিরপুর আদর্শ বিদ্যানিকেতনের ৩০ জন শিক্ষার্থী পরিদর্শন করে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ। প্রতি বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে জল্লাদখানার সবুজ চত্বর। মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার স্মৃতিচিহ্ন দেখতে আসে তারা। নতুন প্রজন্মের মাঝে গণহত্যার এই সত্যকে তুলে ধরতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। শিক্ষার্থীদের সামনে বিভীষিকাময় সেই দিনগুলোর ভয়ঙ্কর সত্য ঘটনা বর্ণনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম। উৎসুক শিক্ষার্থীরা একে একে জানতে পারে নিরপরাধ বাঙালিকে চোখ ও হাত বেঁধে ধরে এনে নির্মমভাবে মস্তক ছিন্ন করে জল্লাদখানার পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দেয়ার মতো হাড় হিম করা ঘটনা। যুদ্ধ চলাকালে ট্রাকে করে অগণিত শহিদের মৃতদেহ ফেলা হতো এই বধ্যভূমিতে। তাই জল্লাদখানায় কত সংখ্যক মানুষ হত্যা করা হয়েছে তা আজও অজানা। এলাকবাসী মনে করেন, প্রায় ৫ হাজার মানুষকে এখানে হত্যা করা হয়।

২০ আগস্ট জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শনে আসে মিরপুরস্থ আলহাজ আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। পরিদর্শন শেষে শহিদ পরিবারের সদস্যের মুখে শোনে যুদ্ধকালের স্মৃতিকথা। মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনের বাসিন্দা ইকবাল মল্লিক বর্ণনা করেন ভাই শহিদ নজরুল ইসলাম মল্লিকের ঘটনা। শহিদ কবি মেহেরুন্নেসার ঘটনাও তুলে ধরেন স্মৃতিচারণে। সপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার কবির মৃত্যুর ঘটনা মুহূর্তেই স্তব্ধ করে দেয় সকলকে। অনুষ্ঠান শেষে অনুভূতি জানাতে গিয়ে শিক্ষার্থী আবিদা আক্তার বলে, এই বধ্যভূমিতে এসে মিরপুরের শহিদদের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ১৯৭১ সালে ঘটে যাওয়া এই ইতিহাস জানতে পেরেছি। এই ইতিহাস আমাদের বাঁচতে শেখায়।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপার ভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

আলহাজ আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সামীর মার্টিনের ইন্টার্নশিপ

নিউইয়র্কের Stuyvesant High School- এর দশম গ্রেডের ছাত্র সামীর মার্টিন জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক হলেও বাংলাদেশের সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে রক্তের সম্পর্কে। সামীরের নানা জনাব এ মতিন চৌধুরী বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা। এবছর গ্রীস্মের ছুটিতে সামীর সিদ্ধান্ত নেয় সে বাংলাদেশকে ভালো করে জানবে, বুঝবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দু'সপ্তাহের ইন্টার্নশিপের আগ্রহ প্রকাশ করে সে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তরুণ প্রজন্মকে সংযুক্ত করে যে কোন কাজে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। গত ১৭ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট সামীর অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে তার ইন্টার্নশীপ শেষ করে। স্বল্প সময়ে জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়েও সে অধ্যায়ন করে। শেষ দিনের উপস্থাপনায় সে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে কাজ করবার আগ্রহ প্রকাশ করে।

Interning at the Liberation War Museum : My Experience

Sameer Martin

I am a high school student from the US, and this summer, I participated in a two-week internship at the Liberation War Museum. I first gained interest in studying the Liberation War after I conducted an oral history school project where I interviewed my grandfather, who is a freedom fighter, about his experience. This inspired me to learn more about the Liberation War, and I plan to write a research paper in the fall using skills and historical context I gained at the museum.

During the internship, I was stationed with the archive and research teams, they were very helpful in giving me guidance about the museum and giving resources that broaden my understanding of the war. On my first day, some members of the staff guided me though a tour of the four galleries of the museum, ranging from ancient Bengal to the aftermath of the war. I found much of the contents of the gallery to be quite emotionally heavy. However, in all, it was quite informative and representative of the struggles of the war.

Throughout the internship I had some time to read through the museum's archived newspaper collection. These are not usually available to the public, and I am grateful for the opportunity to consume these primary sources. In addition, I was also given the opportunity to visit the research library where I was allowed to borrow some books for my own studying, which was especially useful in preparation for my research paper.

Throughout the internship I met with some of the museum's specialized teams including design, film, and outreach. With these experiences, I was able to observe the processes used by the museum to educate visitors and students. Something that interested me was the oral history program part of the school outreach initiative. These are stories collected by students from elders in their community who witnessed the Liberation War. They were especially powerful in that they gave a voice to the stories of individuals. The program is also important as it helps preserve history that may have been lost if it were not recorded in this program.

During the internship, I also visited the Jalladkhana Killing Field, a site of mass atrocities executed by the Pakistani Army and collaborators. Here countless civilians were killed, and their bodies were disposed of in a water well. Seeing the belongings of the victims and the exact room where the killings occured gave the genocide a new, more human dimension than one cannot gain from only reading about it.

I believe that this experience has given me a more complex, more comprehensive (but still growing) understanding of the Bangladesh Liberation War far deeper than what I could have gained from simply reading a summary article. I also gained and exercised several valuable skills during the internship such as primary sources analysis and critical idea production. Although the internship was only two weeks, and I lack the skill of an experienced academic scholar, it was incredibly valuable as an early experience with research and historical preservation.

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানলো মুক্তিযুদ্ধের জন-ইতিহাস তৈরির গুরুত্ব

সাভারে অবস্থিত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয় ১৫ আগস্ট ২০২৬। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। 'The People's History of Muktijuddha : Archival Resources of the Liberation War Museum' শীর্ষক আলোচনার প্রথম অংশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত কিছু দলিলের আলোচনায় তিনি দেখান ১৯৭০ সালের ভোলা সাইক্লোনের প্রেক্ষিতে মানবিক কার্যক্রম এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশের প্রতি বাড়িয়ে দেয়া বিশ্বের মানবিক হাত। দ্বিতীয় অংশে তিনি তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগৃহীত মৌখিক ভাষ্যের বিবরণ। এপর্যায়ে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পরিবারের ১৯৭১ সালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

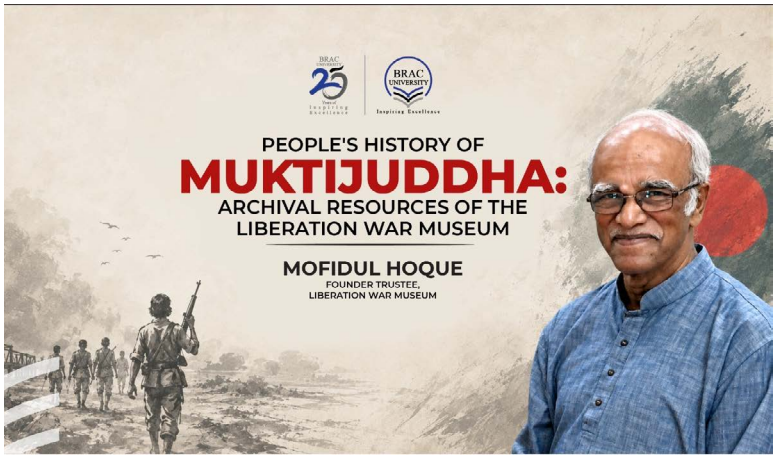

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com,
ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official